
THE LAST
PERSON
STILL
THERE

## চৌকাঠ ৪

## এখনও সেখানে থাকা শেষ মানুষটি

একটা শব্দ আছে, যা আমাদের সময় বিশেষ পছন্দ করে না।

স্থায়িত্ব।

শব্দটা পুরনো মনে হয়।

সেকেলে।

প্রায় সন্দেহজনক।

আমরা এমন এক যুগে বাঁচি যা গতিকে, দ্রুততাকে, নিরবচ্ছিন্ন বদলকে উদযাপন করে। সবকিছুকে দ্রুত পাল্টাতে হবে। সবকিছুকে বদলে ফেলতে হবে। সবকিছুকে বিবর্তিত হতে হবে।

তবু, নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি, যারা গভীরতম দাগ রেখে গেছে তারা সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ানো লোক ছিল না।

তারা ছিল সেইসব মানুষ, যারা থেকে গিয়েছিল।

একই জায়গায় থেকে যাওয়া নয়।

একই পদে থেকে যাওয়া নয়।

একই অভ্যাসে থেকে যাওয়া নয়।

কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যাওয়া।

একটা নীতির প্রতি।

একটা দায়িত্বের প্রতি।

একটা প্রতিশ্রুতির প্রতি।

একজন মানুষের প্রতি।

নিজের ভিতরের একটা খাঁটি অংশের প্রতি।

বহুদিন আমি সাফল্যকে চলমানতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

যত বেশি ঘুরেছি, যত বেশি কাজ করেছি, যত বেশি অভিজ্ঞতা জমিয়েছি, তত মনে হয়েছে আমি এগোচ্ছি।

কিছুটা তা সত্যিও ছিল।

কিন্তু সেটা ছিল সত্যের একটা অংশমাত্র।

বাকি অংশটা বুঝেছি অনেক পরে।

এগোনো মানেই দূরে সরে যাওয়া নয়।

কখনও কখনও এগোনো মানে থেকে যাওয়া।

এমন অনেক মুহূর্ত মনে পড়ে, যখন সবচেয়ে সহজ পছন্দ হত ছেড়ে দেওয়া।

বিকল্পের অভাব ছিল বলে নয়।

বরং উল্টো।

বিকল্প ছিল অনেক।

নতুন সুযোগ।

নতুন দিক।

নতুন শুরু।

পৃথিবী সবসময়ই নতুন যাত্রা দেয়।

ধারাবাহিকতা সে দেয় অনেক কম।

ধারাবাহিকতা গড়ে তুলতে হয়।

দিনের পর দিন।

হাততালি ছাড়া।

পদবি ছাড়া।

দর্শক ছাড়া।

জীবনের অদৃশ্য অংশটায়।

যেটা প্রায় কেউ দেখে না।

সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, প্রত্যেক মানুষ আলাদা আলাদা ঋতুর ভিতর দিয়ে যায়।

জয়ের ঋতু আছে।

আবিষ্কারের ঋতু।

বেড়ে ওঠার ঋতু।

তারপর আসে টিকে থাকার ঋতুগুলো।

যেখানে প্রশ্নটা এই নয়:

"তুমি কতদূর যেতে পারো?"

বরং:

"তুমি কতদিন উপস্থিত থাকতে পারো?"

এগুলো কঠিন ঋতু।

কারণ এগুলোর ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না।

এখানে বীরোচিত ছবি তোলা যায় না।

এখান থেকে চমকপ্রদ গল্প তৈরি হয় না।

কিন্তু এগুলো চরিত্র গড়ে।

জয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

আমি এমন লোক চিনেছি, যারা অসাধারণ কেরিয়ার গড়েছে, অথচ একটা সম্পর্ক গড়তে পারেনি।

এমন লোক, যারা বিশাল প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে, অথচ একটা কঠিন কথোপকথনের মুখোমুখি হতে পারে না।

এমন লোক, যারা পৃথিবী জয় করেছে আর নিজেকে হারিয়েছে।

তাদের দেখে আমি একটা জিনিস শিখেছি।

থেকে যাওয়া ভৌগোলিক প্রশ্ন নয়।

এটা নৈতিক প্রশ্ন।

তুমি দশবার দেশ বদলেও যা জরুরি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারো।

আবার সারা জীবন একই রাস্তায় কাটিয়েও নিজের প্রতিটি নীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো।

তফাতটা পেরোনো দূরত্বে নেই।

তফাতটা বিশ্বস্ততায়।

বিশ্বস্ততা এমন এক শব্দ, যা প্রায়ই ভুল বোঝা হয়।

অনেকে একে স্থবিরতার সঙ্গে জোড়ে।

আমি একে জুড়ি সংগতির সঙ্গে।

বিশ্বস্ততা তোমাকে বদলাতে বাধা দেয় না।

সে বাধা দেয় নিজেকে হারাতে।

আর এই পার্থক্যটাই মূল।

এত বছরে আমি অনেক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে গেছি।

পেশাগত।

ব্যক্তিগত।

অন্তরের।

কিছু সিদ্ধান্ত ছিল স্বেচ্ছায় নেওয়া।

অন্যগুলো জীবন আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

সবগুলো সুখকর ছিল না।

সবগুলো ঠিকও ছিল না।

কিন্তু একটা জিনিস আমি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

যা বলেছি আর যা করেছি, তার মধ্যেকার ধারাবাহিকতা।

সবসময় পারিনি।

কেউই সবসময় পারে না।

কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি।

আর জীবন প্রায়ই ঠিক এটাই মাপে।

চেষ্টাটা।

নিখুঁততা নয়।

সবচেয়ে প্রচলিত ভ্রমগুলোর একটা হল, শক্তি নাকি অসাধারণ মুহূর্তে ধরা দেয়।

আমি উল্টোটা আবিষ্কার করেছি।

শক্তি ধরা দেয় পুনরাবৃত্তিতে।

প্রতিদিন সকালে উঠে পড়ায়।

যা করতে হবে তা করায়।

কেউ খেয়াল না করলেও উপস্থিত থেকে যাওয়ায়।

যা আগলে রাখার যোগ্য, তা না ছাড়ায়।

এটা এক নীরব বীরত্ব।

প্রায় অদৃশ্য।

আর হয়তো ঠিক সেজন্যই খাঁটি।

আমার অস্তিত্বকে ছুঁয়ে যাওয়া বন্ধনগুলোর কথা প্রায়ই ভাবি।

পরিবার।

বন্ধুরা।

সহকর্মীরা।

প্রিয়জনরা।

সেই বন্ধনগুলোর অনেকগুলো টিকে গেছে, কারণ কেউ একজন থেকে গিয়েছিল।

নিখুঁত নয়।

অজেয় নয়।

নিছক উপস্থিত।

কষ্ট এলে দ্রুতই বোঝা যায়, কে থেকে যেতে রাজি।

সব ভালো চললে আমাদের ঘিরে মানুষ থাকে।

সব কঠিন হয়ে উঠলে ভিড় পাতলা হয়ে আসে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খাঁটি উপস্থিতিগুলো বেরিয়ে আসে।

তারা সংখ্যায় কম।

কিন্তু তারাই যথেষ্ট।

একটা জীবনের মান খুব কমই নির্ভর করে কতজনের সঙ্গে দেখা হল তার উপর।

নির্ভর করে, রাস্তা কঠিন হলে কতজন থেকে যায় তার উপর।

বছর যত গেছে, আমি স্থায়িত্বকে এক ধরনের সাহস বলে ভাবতে শুরু করেছি।

পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন।

প্রথম দিকের উদ্দীপনার চেয়ে অনেক কঠিন।

প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক কঠিন।

কারণ প্রতিশ্রুতি এক নিমেষে উচ্চারিত হয়।

স্থায়িত্ব চায় বছরের পর বছর।

সে চায় ত্যাগ।

সে চায় ধৈর্য।

সে চায় চরিত্র।

অনেকে শুরু করে।

কমজনে চালিয়ে যায়।

আরও কমজনে থেকে যায়।

পিছনে তাকিয়ে আমার সব সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি গর্বিত নই।

কারও হওয়া উচিতও নয়।

কিন্তু একটা জিনিস আমি স্বীকার করি।

যেসব পরিস্থিতি সত্যিই জরুরি ছিল, সেখানে আমি হাজির থাকার চেষ্টা করেছি।

আমার পরিবারের জন্য।

যাদের ভালোবেসেছি, তাদের জন্য।

যে দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলাম, তার জন্য।

যে কথা দিয়েছিলাম, তার জন্য।

সবসময় নিখুঁতভাবে নয়।

কিন্তু যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে।

শেষমেশ, জীবন হয়তো জিজ্ঞেস করবে না আমরা কত জায়গা পেরিয়েছি।

কত পদবি জমিয়েছি।

কত সাফল্য কুড়িয়েছি।

হয়তো সে অনেক সহজ একটা প্রশ্ন করবে।

“যখন থেকে যাওয়ার সময় ছিল, তুমি কোথায় ছিলে?”

আমার উত্তরটা নিখুঁত নয়।

কিন্তু সৎ।

আমি থেকে গিয়েছিলাম।